

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

রমাদানে প্রচলিত ভুল



রমাদানে প্রচলিত ভুল

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল



রমাদানে প্রচলিত ভুল
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সুবুতখারা
SUBUT ONLINE-1

সুবুতক্ষণ
জুন ১, ২০১৭ (সংশোধিত সংস্করণ)
মে ১৬, ২০১৭

SUBUT সুবুত
www.facebook.com/SubutOnline

স্বত্ব

দাওয়াহর কাজে SUBUT ONLINE কর্তৃক
প্রকাশিত সবকিছু হুবুহ ব্যবহারে কোনো
বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয় এবং অনুমতিরও
প্রয়োজন নেই।

সুবুতকহন

بسم الله الرحمن الرحيم

রমাদান আসলো বলে। ঠিকভাবে সিয়াম পালন করা এবং রমাদানের হক পালন করার জন্য রমাদানের ইলম অর্জনের গুরুত্ব অনেক। রমাদানে আমাদের ভুলও কম হয় না। ছোটো ছোটো কিছু বিষয়ে আমরা প্রায়ই ভুল করে থাকি। এমনই কিছু ভুল ও এর সংশোধন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলো ‘Common Mistakes During Ramadhan’ এর বাংলা ‘রমাদানে প্রচলিত ভুল’। প্রথম সংস্করণে ভুল পাওয়া গিয়েছিল, আর ছোটখাটো কোনো ভুল নয়; বিশেষ করে ২৯ নং পয়েন্টটায় মারাত্মক ভুল ছিলো। ভাষান্তরে আরও কোনো ভুল পেলে আমাদের তৎক্ষণাৎ জানাবেন; ইনশাআল্লাহ্ আমরা পরবর্তীতে আবারও এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করবো। অনুরোধ, আপনাদের দুয়ায় সুবুতকে শরিক রাখবেন।

সুবুতের পক্ষ থেকে

০১.০৬.২০১৭

রমাদানে প্রচলিত ভুল

১. খাবারের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়া, যার ফলে মানুষ সাওম থেকে খাবার নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। এর ফলে ইফতারের পেছনে হাজার হাজার টাকা অপচয় করা হয় যদিও একজন মানুষের এত পরিমাণ খাবারের দরকার হয় না।

২. ফজরের সালাতের অনেক আগে সাহরি করা— কেউ কেউ তারাওয়িহ্ অথবা ইশার সালাতের কয়েক ঘণ্টা পরেই সাহরি খেয়ে ফেলেন, এটি ঠিক নয়। ফজরের সালাতের কাছাকাছি সময়ে সাহরি করা উচিত।

৩. রমাদানে সাওম রাখার জন্য মানুষ নিয়াত করে না, এটা ভুল। আর নিয়াত মনে মনে করলেই চলে; মুখে বলার দরকার নেই। নিয়াত রমাদানের শুরুতে একবার করলেই হয়, প্রতিদিন করার দরকার নেই।

৪. যদি আপনি দেরিতে বুঝতে পারেন যে, সাহরি শেষ আর রমাদান শুরু হয়ে গেছে, তাহলে আপনার উচিত তখনই খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে ওইদিন সাওম রাখা এবং পরবর্তীতে রমাদান বা ঈদের শেষে ওই সাওমের কাযা আদায় করে নেয়া।

৫. এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন, রমাদানের প্রথম রাতে তারাওয়িহ্ পড়তে হয় না। তারা মনে করেন, যেদিন সাওম রাখা হয়, সেদিনের রাত থেকে তারাওয়িহ্ পড়তে হয়। কিন্তু তারা ভুলে যান, আরবি মাসের হিসাব চাঁদের সাথে, মাগরিবের পর থেকেই নতুন দিন শুরু হয়।

৬. অনেক লোক মনে করেন, ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেললে কিংবা পান করে ফেললে সাওম ভেঙে যায়; এটা ভুল ধারণা। যদি ভুলবশত এমনটি হয়ে যায়, তবে সাওম চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং এর কাযা আদায় করতে হবে না।

৭. কিছু মানুষ এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন— কাউকে কিছু খেতে বা পান করতে দেখলে তাকে মনে করিয়ে দেয়া উচিত নয় যে, সে সাওম অবস্থায় আছে। শাইখ বিন বাযের মতে এটা ভুল, কারণ আল্লাহুতায়ালার আমাদের সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আমরা তাকে বিরত থাকতে বলবো, কারণ এভাবেই আমরা অসং কাজে নিষেধ করছি।

৮. অনেক বোন মনে করেন, সাওম রাখা অবস্থায় তাঁরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন না; এটাও ভুল। রমাদানেও তাঁরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন।

৯. কিছু লোকের বিশ্বাস, সাওম অবস্থায় রান্নাবান্নার সময় মসলা বা ঘ্রাণ ঠিক আছে কিনা বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে না; এটা ভুল। ইসলামে এরকম স্বাদ চেখে দেখা বৈধ, যদি না রীধুনি খাবার খেয়ে ফেলেন। খাবারে আরও লবণ বা মসলা লাগবে কিনা, তা বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে।

১০. অনেকে মনে করেন, সাওম থাকাকালীন অবস্থায় মিসওয়াক বা টুথব্রাশ ব্যবহার করা যাবে না। এ ধারণাটি ভুল; কারণ রাসুল ﷺ রমাদানের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। আপনি টুথপেস্টও ব্যবহার করতে পারেন। এর যুক্তি হিসেবে আলিমগণ বলেন, মিসওয়াকে ফ্লেভার থাকে, তাই টুথপেস্ট ব্যবহারেও বাধা নেই (যদি না আপনি তা খেয়ে ফেলেন)।

১১. কেউ কেউ ফজরের আযান তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলেন যাতে লোকেরা ফজরের আগে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সাওম যাতে অশুদ্ধ না হয়। এটি ভুল এবং এরকম করা অনুচিত।

১২. কিছু লোক মাগরিবের আযান দেরি করে দেন, যাতে লোকেরা দেরিতে ইফতার শুরু করে। যদি মাগরিবের সময় তখনও না হয়ে থাকে— এই ভেবে তারা এমনটি করে থাকেন। এটাও ভুল এবং এরকম করাও আমাদের জন্য অনুচিত।

১৩. অনেক লোক মনে করেন, পুরো রমাদান মাসে কেউ তাঁর সহধর্মিণীর সাথে সহবাস করতে পারবেন না। এরকম ধারণা ভুল। আপনি কেবল সাওম থাকাকালীন অবস্থায় এমনটি করতে পারবেন না কিন্তু মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত আপনার জন্য তা বৈধ।

১৪. অনেক মহিলা বিশ্বাস করেন যে, যদি তাঁদের ঋতুস্রাব সবেমাত্র শেষ হয় আর তাঁরা যদি গোসল না করেন, তাহলে সাওম রাখতে পারবেন না (এমন ভেবে যে, তাঁদের ঋতুস্রাব রাতে শেষ হলো আর তাঁরা গোসল না করেই ঘুমোতে গেলেন এবং এমন সময় উঠলেন যখন আর গোসল করতে পারলেন না)। এটা ভুল ধারণা; যদি কোনো মহিলা গোসল না করে থাকেন, তবুও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৫. অনেক পুরুষ মনে করেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি তাঁরা গোসল করতে না পারেন (ওপরের অবস্থার মতো), তাহলে সকালে সাওম রাখতে পারবেন না; এটাও ভুল। গোসল না করে থাকলেও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৬. কেউ কেউ রমাদানের সময় যুহর ও আসরের সালাত একসাথে পড়েন (বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে)। এটা ঠিক নয়; এমনটি পরিহার করা উচিত।

১৭. কিছু মানুষ মনে করেন, মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান শেষ না করা পর্যন্ত ইফতার শুরু করা যাবে না; এটা সঠিক নয়। মুয়াজ্জিনের আযান শুরুর মুহূর্ত থেকেই ইফতার করা যাবে।

১৮. অনেকে ইফতারের আগে দুয়া করেন না। অথচ এটি হলো সেই তিনটি বিশেষ সময়ের একটি সময়, যে সময়গুলোতে আল্লাহ্ বান্দার দুয়া কবুল করেন।

১৯. অনেকে রমাদানের শেষসময় রমাদানকে অবহেলা করে ঈদের প্রস্তুতির কাজে অহেতুক সময়ের অপচয় করেন; এ ঠিক নয়। আসলে ওই লোকেরা রমাদানের প্রকৃত ধারণাই খুইয়ে বসেছে।

২০. অনেক পিতামাতা তাঁদের বাচ্চাদের সাওম রাখা থেকে বিরত রাখেন; এটি বাচ্চাদের জন্য ভালো নয়। ছোটবেলা থেকেই সাওম রাখার অভ্যাস গড়ে তুললে সে বুঝতে শিখবে যে, এ বিষয়টি পালন তাকে করতেই হবে।

২১. অনেক লোক মনে করেন, রমাদানের মানে কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা। তারা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভুলে যান এবং নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখার ধার ধারেন না; অথচ রমাদানে আমাদের মেজাজ আর জিহ্বাকে আরও বেশি সংযত রাখার কথা ছিলো।

২২. লোকেরা প্রায়ই রমাদানের মূল্যবান সময়কে অহেতুক অপচয় করেন। সাওম রেখে তারা ঘুমিয়ে থাকেন, কোনো আমল করেন না। বেশি বেশি নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমাদের উচিত এই মহিমাম্বিত মাসের পূরিপূর্ণ ব্যবহার করা।

২৩. কিছু লোক রমাদানের সময় সফর করেন না। তাঁরা মনে করেন, ভ্রমণ করলে তাঁদেরকে সাওম ভাঙতে হবে। এটি আসলে ইচ্ছাধীন বিষয়। আপনি যদি ভ্রমণের সময় সাওম রাখতে না চান, তাহলে তা ভাঙতে পারবেন (পরে এর কাযা আদায় করতে হবে) আর আপনি যদি সাওম ভাঙতে না চান, তাহলে সেটিও করতে পারবেন।

২৪. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মসজিদে ইতিকাফ করেন না। আমাদের নিজেদের সুস্বাস্থ্যের ফায়দা উঠানো দরকার এবং মসজিদে বেশি সময় পার করা উচিত, বিশেষ করে রমাদানের শেষের দশদিনে।

২৫. কিছু লোক মনে করেন, রমাদান মাসে চুল বা নখ কাটা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।

২৬. কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, রমাদানের সময় নিজের থুথু গেলা যাবে না; এটা ভুল ধারণা। তবে মুখে আসা শ্লেষ্মা গেলা উচিত নয়।

২৭. কিছু লোককে বলতে দেখা যায়, রমাদানের সময় সুগন্ধি তেল বা আতর ব্যবহার করা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।

২৮. কিছু লোক মনে করেন, রক্তপাত সাওমকে ভেঙে ফেলে; এটি ঠিক নয়।

২৯. কিছু মানুষ মনে করেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলেও সাওম ভেঙে যায়; এটা ঠিক নয়। তবে আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেন তাহলে সাওম ভেঙে যাবে।

৩০. কিছু লোক মনে করেন, রমাদানে ওযুর সময় মুখ কিংবা নাকে পানি নেয়া যাবে না; এটাও ঠিক নয়।